



Rejoice Learning Center (Bangladesh)

Author : Miriam Leavell, Rejoice Corpus Christi, USA

www.rejoicecc.org

Pastor John Mikhael (President)

Rejoice Corpus Christi, Bangladesh

johnmikhael91@gmail.com

Mobile : +88 01786-045575

Address : Altapol, Fire Service Road, Keshabpur, Jashore.

Reg No. iv-02/24

Established : 2025

Ref :

BENGALI

Date :

Lesson 7: Spiritual Gifts

পাঠ ৭: আধ্যাত্মিক উপহার

ভূমিকা:

ধর্মপুত্র পবিত্র আত্মা কর্তৃক বিশ্বাসীদেরকে গির্জার উন্নতির জন্য এবং ঈশ্বরের লক্ষ্য পূরণের জন্য আধ্যাত্মিক উপহার প্রদান করেন। আজ, আমরা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক উপহার, তাদের উদ্দেশ্য এবং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য কীভাবে কার্যকরভাবে সেগুলি ব্যবহার করতে হয় তা অন্বেষণ করি।

১. আধ্যাত্মিক উপহার কে গ্রহণ করে?
২. উপহারের দাতা কে?
৩. কোন আধ্যাত্মিক উপহারের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে?
৪. আমরা কোন উপহার গ্রহণ করি সে সম্পর্কে কি আমাদের কোন মতামত আছে?
৫. প্রতিটি উপহার গুরুত্বপূর্ণ।
৬. উপহারগুলি কীসের জন্য?
৭. ঈশ্বরের দাসেরা দেহের জন্যও একটি উপহার।
৮. আমাদের কীভাবে সেবা করা উচিত? আমাদের কীভাবে আমাদের উপহার ব্যবহার করা উচিত?
৯. আধ্যাত্মিক উপহার প্রদান করা যেতে পারে।
১০. আমাদের আমাদের উপহারগুলি ব্যবহার করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে।
১১. আপনার আধ্যাত্মিক উপহার আবিষ্কার করা।

লক্ষ্য: আমরা বিভিন্ন উপহার সম্পর্কে শিখি এবং প্রার্থনাপূর্বক আপনার উপহারগুলি আবিষ্কার করি এবং কীভাবে সেগুলি ব্যবহার করতে হয়।

১ কে আধ্যাত্মিক দান গ্রহণ করে?

১ করিন্থীয় ১২ এখন, ভাই ও বোনেরা, আত্মার দান সম্পর্কে আমি চাই না যে তোমরা অজ্ঞ থাকো। ২ তোমরা জানো যে, যখন তোমরা পৌত্তলিক ছিলে, তখন কোন না কোনভাবে তোমাদের প্রভাবিত করে বোবা প্রতিমার দিকে পরিচালিত করা হয়েছিল। ৩ অতএব আমি তোমাদের জানাতে চাই যে, ঈশ্বরের আত্মার মাধ্যমে কথা বলা কেউই "যীশু অভিশপ্ত" বলে না এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ছাড়া কেউ বলতে পারে না, "যীশু প্রভু"। □ কেবল পুনর্জন্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসীরাই!

২ দানদাতা কে?

১ করিন্থীয় ১২:৪ - পবিত্র আত্মা, প্রভু, ঈশ্বর

৪ নানা প্রকার দান আছে, কিন্তু একই আত্মা সেগুলো বিতরণ করেন। ৫

বিভিন্ন প্রকার সেবা আছে, কিন্তু একই প্রভু। ৬ নানা প্রকার কাজ আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে এবং সকলের মধ্যে একই ঈশ্বর কাজ করছেন।

ইফিষীয় ৪:৭ - যীশু

এখন আমাদের প্রত্যেককে স্বীকৃতির দানের পরিমাণ অনুসারে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। ৮ এই কারণেই বলা হয়: “যখন তিনি উর্ধ্বে আরোহণ করেন, তখন তিনি বন্দীদেরকে বন্দী করে নিয়ে যান, এবং মানুষকে দান দান করেন।”

৩ শাস্ত্রে কোন আত্মিক দানগুলির কথা বলা হয়েছে?

১ করিন্থীয় ১২:৭-১০

৭ এখন প্রত্যেককে আত্মার প্রকাশ সাধারণ মঙ্গলের জন্য দেওয়া হয়েছে। ৮

একজনকে আত্মার মাধ্যমে প্রজ্ঞার বার্তা দেওয়া হয়েছে

প্রজ্ঞার বার্তা (প্রবাদ ১৩:১০ অনুসারে প্রজ্ঞার বার্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে উপদেশ। উদাহরণ: নোহ জাহাজ তৈরি করার জন্য প্রজ্ঞা পেয়েছিলেন, এবং মোশি তাঁবুর তাঁবু কীভাবে তৈরি করবেন সে সম্পর্কে প্রজ্ঞা পেয়েছিলেন।)

অন্যজনকে জ্ঞানের বার্তা (উদাহরণ: কারও জন্য প্রার্থনা করার সময় আত্মা

আমাকে জানায় যে তাকে ব্যভিচার থেকে অন্ততপ্ত হতে হবে। যীশু জানতেন যে শমরীয়

স্ত্রীদের অনেক স্বামী ছিল।)

একই আত্মার মাধ্যমে, ৯ অন্যজনের বিশ্বাসের মাধ্যমে (উদাহরণ: বিশ্বাসের দান খুবই শক্তিশালী

বিশ্বাস। তুমি যাই হোক না কেন ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করো। এটা সম্ভবত কারণ প্রভু

তোমাদের কাছে নিজেকে শক্তিশালীভাবে প্রকাশ করেছেন। পিতর এবং পৌল উভয়েরই অসাধারণ

বিশ্বাস ছিল, এতটাই যে তারা দুজনেই অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন এবং এমনকি একজন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে তুলেছিলেন।)

একই আত্মার মাধ্যমে, অন্যজনকে আরোগ্যের উপহার (উদাহরণ: তুমি অসুস্থদের উপর হাত রাখলে তারা সুস্থ হয়ে উঠবে। অথবা তুমি নিরাময় অভিষেকের মতো কাজ করো যীশু। তুমি কথা বলো

বাক্য দাও, আদেশ দাও অথবা উদ্ধার করো। প্রেরিত ৩ পদে পিতর খোঁড়া ভিক্ষুককে সুস্থ করেছিলেন।)

এক আত্মার মাধ্যমে, ১০ অন্য অলৌকিক শক্তির কাছে (উদাহরণ: মৃতদের জীবিত করা। যীশু

৩ জন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেছিলেন, পিতর দর্কা ওরফে টাবিথা প্রেরিত ৯:৩৬-৪২ পদ, এবং

পৌল ইউতুকে জীবিত করেছিলেন

প্রেরিত ২০:৭-১২ পদ।),

আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীর কাছে (উদাহরণ: ঈশ্বরের আত্মার মাধ্যমে কথা বলা। প্রকাশিত বাক্য ১৯:১০:

যীশুর সাক্ষ্য হল ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা।)

অন্যজনকে আত্মাদের মধ্যে পার্থক্য করা (উদাহরণ: তুমি সত্য এবং মিথ্যা শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য করতে পারো, যেমন জাদুবিদ্যার আত্মা বা পবিত্র আত্মা। প্রেরিত ১৬ পৌল ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মায় আক্রান্ত এক দাসীকে থামিয়েছিলেন। প্রেরিত ১৬:১৭ পদে তিনি সঠিক কথাই বলেছিলেন: “এই লোকেরা পরাংপর ঈশ্বরের দাস, যারা তোমাদের পরিত্রাণের পথ বলে” - কিন্তু ভ্রান্ত আত্মার দ্বারা।),

আরেকজনকে বিভিন্ন ধরনের ভাষায় কথা বলা (উদাহরণ: নীচে বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষা দেওয়া দেখুন)

আরেকজনকে বিভিন্ন ধরনের ভাষায় কথা বলা (উদাহরণ: আপনি প্রকাশিত বাক্যের মাধ্যমে একটি ভাষার অর্থ পান)।

জিহ্বা শিক্ষা দেওয়া

প্রেরিত সকলের জন্য!

যীশু মার্ক ১৬:১৭ পদে বলেছেন এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের অনুসরণ করবে এই চিহ্নগুলি; আমার নামে তারা ভূত তাড়াবে; তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে;...

পৌল ১ করিন্থীয় ১৪:৫ পদে বলেছেন, আমি চাই তোমরা সকলে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলো, কিন্তু আরও বেশি করে যদি তোমরা ভবিষ্যদ্বাণী করো; কারণ যে ভবিষ্যদ্বাণী করে সে তার চেয়ে মহান যে বিশেষ ভাষায় কথা বলে, যদি না সে ব্যাখ্যা করে, যাতে মণ্ডলী গঠন লাভ করে।

প্রভাষীদের ভাষায় কথা বলার উপকারিতা।

১. আমরা প্রার্থনা করতে জানি না, কিন্তু আত্মা করেন।

রোমীয় ৮:২৬-২৭ একইভাবে, আত্মা আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন। আমরা জানি না আমাদের কী প্রার্থনা করা উচিত, কিন্তু আত্মা নিজেই আমাদের জন্য বাক্যহীন আত্ননাদ দিয়ে মধ্যস্থতা করেন।

আর যিনি আমাদের হৃদয় অনুসন্ধান করেন তিনি আত্মার মন জানেন, কারণ আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে ঈশ্বরের লোকদের জন্য মধ্যস্থতা করেন।

২. তুমি নিজেকে গড়ে তোল।

যিহূদা ১:২০ কিন্তু প্রিয়তমেরা, তোমরা তোমাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপর নিজেদের গড়ে তোল, পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করো। ১. করিন্থীয় ১৪:৪

যে ব্যক্তি অন্য ভাষায় কথা বলে সে নিজেকে গড়ে তোলে, কিন্তু যে ভবিষ্যদ্বাণী করে সে মণ্ডলীকে গড়ে তোলে।

৩. তোমরা অন্যদের গড়ে তোল।

১. করিন্থীয় ১৪:১০-১৯ পৃথিবীতে অনেক ধরনের ভাষা থাকতে পারে, আর তার কোনটাই অর্থহীন নয়। ১১ অতএব, যদি আমি সেই ভাষার অর্থ না জানি, তবে যে কথা বলে তার কাছে আমি বিদেশী হব, আর যে কথা বলে সে আমার কাছে বিদেশী হবে। ১২ ঠিক তেমনি, যেহেতু তোমরা আত্মিক দানগুলির জন্য আগ্রহী, তাই তোমরা মণ্ডলীর উন্নতির জন্য শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা করো। ১৩ অতএব, যে অন্য ভাষায় কথা বলে সে প্রার্থনা করুক যেন সে তার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারে। ১৪ কারণ আমি যদি অন্য ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি নিষ্ফল হয়। ১৫ তাহলে উপসংহার কী? আমি আত্মার সাথে প্রার্থনা করব, এবং আমি বুদ্ধির সাথেও প্রার্থনা করব। আমি আত্মার সাথে গান করব, এবং আমি বুদ্ধির সাথেও গান করব। ১৬ নইলে, যদি তুমি আত্মার সাহায্যে ধন্যবাদ দাও, তবে যে অজ্ঞের জায়গায় বসে আছে সে তোমার ধন্যবাদে কীভাবে "আমেন" বলবে?

কারণ তুমি কি বলছ তা সে বোঝে না? ১৭ কারণ তুমি সত্যিই ধন্যবাদ দাও, কিন্তু অন্যজন গড়ে ওঠে না। ১৮ আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি ভাষায় কথা বলি, আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই; ১৯ তবুও মণ্ডলীতে দশ হাজার ভাষায় কথা বলার চেয়ে আমি আমার বোধগম্যতার সাথে পাঁচটি কথা বলতে চাই, যাতে আমি অন্যদেরও শিক্ষা দিতে পারি।

১. করিন্থীয় ১৪:২৬-২৮ তাহলে ভাইয়েরা, এটা কেমন? যখনই তোমরা একত্রিত হও, তোমাদের প্রত্যেকের একটি গীতসংহিতা আছে, একটি শিক্ষা আছে, একটি ভাষা আছে, একটি প্রকাশিত বাক্য আছে, একটি ব্যাখ্যা আছে। সবকিছুই গড়ে তোলার জন্য করা হোক। ২৭ যদি কেউ এক ভাষায় কথা বলে, তাহলে দুইজন অথবা সর্বাধিক তিনজন, প্রত্যেকে পালাক্রমে, এবং একজন ব্যাখ্যা করুক। ২৮ কিন্তু যদি কোন অনুবাদক না থাকে, তাহলে সে গির্জায় নীরব থাকুক এবং নিজের সাথে এবং ঈশ্বরের সাথে কথা বলুক।

বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার সময়, প্রায়শই "ব্যাখ্যা" হিসাবে যা বলা হয় তা হল একটি বার্তা:

১. করিন্থীয় ১২:৭-৮ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাধারণ মঙ্গলের জন্য আত্মা প্রকাশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। একজনকে আত্মার দ্বারা জ্ঞানের বার্তা দেওয়া হয়েছে; অন্যজনকে একই আত্মা অনুসারে জ্ঞানের সাথে কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

৪. জিহ্বায় কথা বলার সময় তোমরা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করো এবং তাঁর প্রশংসা করো।

প্রেরিত ১০:৪৫ পিতরের সাথে আসা সমস্ত খৎনা করা বিশ্বাসী আশ্চর্য হয়ে গেল যে পবিত্র আত্মার দান অইহুদীদের উপরও ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

৪৬ কারণ তারা তাদের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে এবং ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করতে শুনছিল। তখন পিতর বললেন, ৪৭“এই লোকদের বাপ্তিস্ম দেওয়ার জন্য কেউ কি জল নিষেধ করতে পারে?

১ করিন্থীয় ১৪: ১৫ তাহলে কী করতে হবে? আমি আত্মায় প্রার্থনা করব, কিন্তু আমি মন দিয়েও প্রার্থনা করব। আমি আত্মায় প্রশংসা গান করব, এবং আমি মন দিয়েও প্রশংসা গান করব।”

৫. তোমরা ঈশ্বরের সাথে কথা বলো।

১ করিন্থীয় ১৪:২

২ কারণ যে ব্যক্তি অন্য কোন ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের সাথে কথা বলে না, বরং ঈশ্বরের সাথে কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে, কেউই তা বোঝে না; তারা আত্মার মাধ্যমে রহস্য উচ্চারণ করে। (রহস্য ঈশ্বরের,

প্রকাশিত বাক্য আমাদের। যারা অনুসন্ধান করে তারা পাবে।)

৬. তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রকাশিত বাক্য গ্রহণ করো।

যিশাইয় ২৮:৯-১১

“তিনি কাকে জ্ঞান শিক্ষা দেবেন, আর কাকে বার্তা ব্যাখ্যা করবেন? যারা দুধ থেকে দুধ ছাড়ানো হয়েছে, যারা বুক থেকে নেওয়া হয়েছে? ১০ কারণ এটি আদেশের উপর আদেশ, আদেশের উপর আদেশ, লাইনের উপর লাইন, লাইনের উপর লাইন, লাইনের উপর লাইন, এখানে একটু, সেখানে একটু।”

আমরা কীভাবে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুরু করব?

১. ঐক্যের সাথে উপাসনা করা।

প্রেরিত ২:১-৪ জেরুজালেমে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার প্রাথমিক গির্জার বর্ণনা দেয়।

এবং যখন পঞ্চাশতমীর দিন সম্পূর্ণরূপে এসেছিল, তখন তারা সকলে এক জায়গায় একমত হয়েছিল। ২ হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচণ্ড বাতাসের মতো একটা শব্দ এলো, আর তারা যেখানে বসেছিল সেই ঘরটা ভরে গেল। ৩ আর আগুনের মতো জিভগুলো তাদের প্রত্যেকের উপরে বসল। ৪ তারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং আত্মা যেমন তাদের কথা বলছিলেন, তেমনি অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগল।

২. যখন সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছিল।

প্রেরিত ১০:৪৪-৪৮ কর্নেলিয়ার পরিবার বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুরু করল:

৪৪ পিতর যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন তারা বার্তা শুনছিল তাদের সকলের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। ৪৫ পিতরের সাথে আসা খৎনা করা বিশ্বাসীরা অবাক হয়ে গেল যে, অ-ইহুদীদের উপরও পবিত্র আত্মার দান ঢেলে দেওয়া হয়েছে। ৪৬ কারণ তারা তাদের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করতে শুনেছিল।

তখন পিতর বললেন, ৪৭ “তাদের জলে বাপ্তিস্ম নেওয়ার পথে কেউই বাধা দিতে পারে না। তারা আমাদের মতো পবিত্র আত্মা পেয়েছে।” ৪৮ তাই তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে তাদের বাপ্তিস্ম নেওয়ার আদেশ দিলেন। তারপর তারা পিতরকে তাদের সাথে কয়েকদিন থাকতে অনুরোধ করলেন।

৩. হাত রাখা।

প্রেরিত ১৯:৫-৬ যখন তারা (এমএল: ইফিযের বিশ্বাসীরা যারা যীশুর নামে বাপ্তিস্ম নেয়নি) এই কথা শুনে প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম নিল। ৬ এবং পৌল যখন তাদের উপর হাত রাখলেন, তখন পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে এলেন এবং তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগলেন। ৭ তখন সেই পুরুষরা মোট বারো জন ছিল।

৪. আত্মিক দান হিসেবে (যাচরণ করো, বিশ্বাস করো, গ্রহণ করো)।

১ করিন্থীয় ১৪:১-৪ প্রেমের পথ অনুসরণ করো এবং আত্মার দান, বিশেষ করে ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য আগ্রহী হও। ২ কারণ যে ব্যক্তি অন্য ভাষায় কথা বলে সে মানুষের সাথে কথা বলে না, বরং ঈশ্বরের সাথে কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে, কেউ তা বোঝে না; তারা আত্মার মাধ্যমে রহস্যময় কথা বলে। ৩ কিন্তু যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী করে সে মানুষের সাথে তাদের শক্তি, উৎসাহ এবং সান্ত্বনার জন্য কথা বলে। ৪ যে ব্যক্তি অন্য ভাষায় কথা বলে সে নিজেকে গড়ে তোলে, কিন্তু যে ভবিষ্যদ্বাণী করে সে মণ্ডলীকে গড়ে তোলে। ৫ আমি চাই তোমরা সকলেই বিভিন্ন ভাষায় কথা বলো, কিন্তু আমি চাই তোমরা ভবিষ্যদ্বাণী করো। যে ভবিষ্যদ্বাণী করে সে তার চেয়ে মহান, যে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, যদি না কেউ অর্থ ব্যাখ্যা করে, যাতে মণ্ডলী গড়ে ওঠে।

লুক ১১:৯-১৩ ৯ “তাই আমি তোমাদের বলছি: চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজো, তোমরা পাবে; ধাক্কা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। ১০ কারণ যে কেউ চায় সে পায়; যে খোঁজে সে খুঁজে পায়; আর যে ধাক্কা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

তোমাদের মধ্যে কে বাবা, যদি তোমার ছেলে মাছ চায়, তাহলে তাকে সাপ দেবে? ১২ অথবা যদি সে ডিম চায়, তাহলে তাকে বিচ্ছু দেবে? ১৩ তাই, যদিও তুমি মন্দ, তবুও যদি জানো তোমাদের সম্ভ্রানদের ভালো ভালো উপহার দিতে হয়, তাহলে তোমাদের স্বর্গের পিতা যারা তার কাছে চায়, তাদের পবিত্র আত্মা কত বেশি দেবেন!’

উপসংহার: প্রত্যেকেরই পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করা উচিত। এটি সবচেয়ে শক্তিশালী প্রার্থনা কারণ এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে উদ্ভূত এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রকাশিত বাক্য ফিরিয়ে আনে।

আমরা যখন পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করি তখন আত্মা অতিপ্রাকৃত স্বর্গীয় রাজ্যে আরোহণ করে যেখানে সবকিছু সম্ভব হয়ে ওঠে!

৩ ধারাবাহিক: কোন আত্মিক দানগুলির কথা শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে?

রোমীয় ১২:৬-৮ ৬ আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া অনুগ্রহ অনুসারে আমাদের বিভিন্ন দান আছে। যদি তোমার দান ভাববাণী বলা হয়, তবে তোমার বিশ্বাস অনুসারে ভাববাণী বল; ৭ যদি সেবা করা হয়, তাহলে সেবা কর; যদি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে শিক্ষা দাও; ৮ যদি উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহলে উৎসাহ দাও; যদি দান করা হয়, তাহলে উদারভাবে দান কর; যদি নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তাহলে অধ্যবসায়ের সাথে কর; যদি করুণা দেখানো হয়, তাহলে আনন্দের সাথে কর।

রোমীয় ১২:১৩ এবং ১ পিতর ৪:৯ আমাদের আতিথেয়তা প্রদর্শনের জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

১ করিন্থীয় ১২:২৮ আর ঈশ্বর মণ্ডলীতে এইসব নিযুক্ত করেছেন: প্রথম প্রেরিত, দ্বিতীয় নবী, তৃতীয় শিক্ষক, তারপর অলৌকিক কাজ, তারপর আরোগ্যদানকারী দান, সাহায্যকারী, প্রশাসন*, বিভিন্ন ভাষা।

*গ্রীক ভাষায় উপরে উল্লিখিত প্রশাসনের দানটির অর্থ "একটি জাহাজ পরিচালনা করা।

এই দানযুক্ত ব্যক্তিদের প্রায়শই নেতা হিসেবে দেখা হয় যারা গির্জাকে তার লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

প্রেরিত ১:৮ সাক্ষ্য দেওয়ার শক্তি সম্পর্কে কথা বলে।

যিশাইয় ১১:২ যীশু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে, এবং তিনি পবিত্র আত্মা

যীশুর জন্য কী করেন তা উল্লেখ করেন। এবং আত্মা যীশুর জন্য যা করেছিলেন, তিনি আমাদের জন্যও করতে পারেন - যদি আমরা তাঁর খোঁজ করি।

প্রভুর আত্মা তাঁর উপর থাকবেন -

প্রজ্ঞা ও বোধগম্যতার আত্মা,

পরামর্শ ও শক্তির আত্মা,

প্রভুর জ্ঞান ও ভয়ের আত্মা -

৩ এবং তিনি প্রভুর ভয়ে আনন্দিত হবেন।

যীশু লূক ৪:২১ পদে উদ্ধৃত করেছেন যে তিনি হলেন যিশাইয় ৬১ পদে নবী যিশাইয় কর্তৃক প্রদত্ত শাস্ত্রের পরিপূর্ণতা:

সার্বভৌম প্রভুর আত্মা আমার উপর আছেন, কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য। প্রচারক তিনি আমাকে ভগ্নহৃদয়দের ক্ষত সারতে, আরোগ্য

স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন বন্দীদের জন্য মুক্তি এবং বন্দীদের জন্য অন্ধকার থেকে মুক্তি, মুক্তি

২ প্রভুর অনুগ্রহের বছর প্রচারক

এবং আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশোধের দিন ঘোষণা করার জন্য, নবী/প্রচারক শোকগ্রস্ত সকলকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, আরোগ্যদানকারী

৩ এবং সিয়োনে যারা শোকাহত তাদের জন্য ব্যবস্থা করুন—

উৎসাহ/দান

তাদের সৌন্দর্যের মুকুট প্রদান করুন

ছাইয়ের পরিবর্তে আরোগ্য

আনন্দের তেল

পুনরুদ্ধার এবং

শোকের পরিবর্তে,

আরোগ্য অভিষেক

এবং হতাশার আত্মার পরিবর্তে প্রশংসার পোশাক।

৪ আমাদের কি কোন বক্তব্য আছে যে আমরা কোন উপহার গ্রহণ করি?

হ্যাঁ, বাইবেল আমাদের বলে যে আমরা চাইতে এবং তাদের কামনা করতে এবং নিজেকে উপলব্ধ করতে!

মথি ৭:৭ চাও, তা তোমাকে দেওয়া হবে!

১ করিন্থীয় ১৪:১ প্রেমের পথ অনুসরণ করো এবং আত্মার উপহার, বিশেষ করে ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য আগ্রহের সাথে কামনা করো।

যিশাইয় ৬:৮ আমি কাকে পাঠাবো? আর কে আমাদের জন্য যাবে?” আর আমি বললাম, 'আমি এখানে। আমাকে পাঠাও!'

৫ প্রতিটি উপহার গুরুত্বপূর্ণ।

১ করিন্থীয় ১২:২১-২৬ ২১ চোখ হাতকে বলতে পারে না, "আমার তোমার প্রয়োজন নেই!" আর মাথা পায়ের দিকে বলতে পারে না, "তোমাদের আমার প্রয়োজন নেই!" ২২ বিপরীতে, শরীরের যেসব অংশ দুর্বল বলে মনে হয়, সেগুলো অপরিহার্য, ২৩ এবং যেসব অংশকে আমরা কম সম্মানিত মনে করি, সেগুলোকে আমরা বিশেষ সম্মানের সাথে ব্যবহার করি। আর যেসব অংশকে অপ্রয়োজনীয় মনে করি, সেগুলোকে বিশেষ বিনয়ের সাথে ব্যবহার করা হয়, ২৪ অথচ আমাদের উপস্থাপনযোগ্য অংশের কোনও বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঈশ্বর দেহকে একত্রিত করেছেন, যে অংশগুলিতে এর অভাব ছিল, সেগুলোকে আরও বেশি সম্মান দিয়ে, ২৫ যাতে দেহে কোনও বিভেদ না থাকে, বরং তার অঙ্গগুলি একে অপরের জন্য সমানভাবে চিন্তা করে। ২৬ যদি একটি অঙ্গ কষ্ট পায়, তবে প্রতিটি অঙ্গ তার সাথে কষ্ট পায়; যদি একটি অঙ্গ সম্মানিত হয়, তবে প্রতিটি অঙ্গ তার সাথে আনন্দ করে।

৬. উপহার কিসের জন্য?

রোমীয় ১:১২ যে আমরা একে অপরের বিশ্বাস দ্বারা পারস্পরিকভাবে উৎসাহিত হই

রোমীয় ১২:৬-৮; ইফিসীয় ৪:১২ এগুলি দেহের উপকার করে:

আমরা জ্ঞান, আরোগ্য, জ্ঞান, শিক্ষা, শক্তি ইত্যাদি পাই।

৭. ঈশ্বরের দাসেরা দেহের জন্যও এক উপহার।

ইফিষীয় ৪:১১-

১১ তাই খ্রীষ্ট নিজেই প্রেরিতদের, ভাববাদীদের, ধর্মপ্রচারকদের, পালকদের এবং শিক্ষকদের, একজন দাসের উদ্দেশ্য কী?

ইফিষীয় ৪:১২-১৬ ১২ তাঁর লোকদের সেবামূলক কাজের জন্য প্রস্তুত করার জন্য, যাতে খ্রীষ্টের দেহ গড়ে ওঠে ১৩ যতক্ষণ না আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্রের বিশ্বাসে ও জ্ঞানে একে পৌঁছাই এবং পরিপক্ব হই, খ্রীষ্টের পূর্ণতার (অভিষেকের) পূর্ণতা অর্জন করি।

১৪ তাহলে আমরা আর শিশু থাকব না, তরঙ্গের দ্বারা এদিক-ওদিক ছুটব না, এবং শিক্ষার প্রতিটি বাতাসে এবং মানুষের প্রতারণামূলক চক্রান্তের ধূর্ততা ও চাতুর্যে এখানে-সেখানে উড়িয়ে দেব না। ১৫ পরিবর্তে, প্রেমে সত্য কথা বলে, আমরা বৃদ্ধি পাব এবং সর্বোপরি তাঁর পরিপক্ব দেহে পরিণত হব যিনি মস্তক, অর্থাৎ খ্রীষ্ট। ১৬ তাঁর কাছ থেকে সমগ্র দেহ, প্রতিটি সহায়ক বন্ধনী দ্বারা সংযুক্ত এবং আবদ্ধ, বৃদ্ধি পায় এবং প্রেমে নিজেকে গড়ে তোলে, যেমন প্রতিটি অংশ তার কাজ করে।

পরিপক্বতার কিছু বাস্তব ফলাফল কী?

ইফিষীয় ৪ পদে আমরা পড়ি: খ্রীষ্টের (অভিযুক্ত ব্যক্তির) পূর্ণতার সম্পূর্ণ পরিমাপে পৌঁছানো।

যিশাইয় ৬১:৩ তাদেরকে ধার্মিকতার ওক গাছ বলা হবে, তাঁর মহিমার প্রদর্শনের জন্য প্রভুর রোপণ।

মার্ক ১৬:১৭-১৮ ১৭ এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের অনুসরণ করবে; আমার নামে তারা ভূত তাড়াবে; তারা নতুন ভাষায় কথা বলবে;

১৮ তারা সাপ তুলে নেবে;

এবং যদি তারা কোনও মারাত্মক জিনিস পান করে, তবে তা তাদের ক্ষতি করবে না; তারা অসুস্থদের উপর হাত রাখবে এবং তারা সুস্থ হবে।

গালাতীয় ৫:২২-২৩ কিন্তু আত্মার ফল হল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহনশীলতা, দয়া, মঙ্গল, বিশ্বস্ততা, কোমলতা এবং আত্ম-সংযম। এই ধরনের জিনিসের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই।

৮. আমাদের কীভাবে সেবা করা উচিত? আমাদের দানগুলি কীভাবে ব্যবহার করা উচিত?

ফিলিপীয় ২:৩-৪ স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা অহংকার বশে কিছুই করো না, বরং নম্রভাবে অন্যদের নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করো। তোমাদের প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, বরং অন্যের স্বার্থের দিকে তাকাও।

কলসীয় ৩:১৭ আর তোমরা যা-ই করো, কথায় হোক বা কাজে, সবকিছুই প্রভু যীশুর নামে করো, তাঁর মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।

রোমীয় ১২:১০১০ প্রেমে একে অপরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ থাকো। নিজেদের চেয়েও পরস্পরকে সম্মান করো। ১১ কখনও উদ্যোগে ঘাটতি বোধ করো না, বরং তোমাদের আধ্যাত্মিক উৎসাহ বজায় রাখো, প্রভুর সেবা করো।

কলসীয় ৩:২৩-২৪ তোমরা যা-ই করো না কেন, সমস্ত হৃদয় দিয়ে তা করো, যেন প্রভুর জন্য কাজ করছ, মানুষের প্রভুদের জন্য নয়, কারণ তোমরা জানো যে তোমরা উত্তরাধিকার পাবে।

১ করিন্থীয় ১৩ - যদি আমাদের ভালোবাসা না থাকে, তবে আমরা কিছুই নই

আমি যদি মানুষের বা ফেরেশতাদের ভাষায় কথা বলি, কিন্তু আমার ভালোবাসা না থাকে, তবে আমি কেবল একটি ধ্বনিত ঘণ্টা অথবা ঝনঝন করতাল। ২ যদি আমার ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা থাকে এবং আমি সমস্ত রহস্য এবং সমস্ত জ্ঞান বুঝতে পারি, এবং যদি আমার এমন বিশ্বাস থাকে যা পাহাড় সরাতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা না থাকে, তবে আমি কিছুই নই। ৩ যদি আমি আমার সর্বস্ব দরিদ্রদের জন্য দান করি এবং আমার দেহকে ‘কষ্টের জন্য সমর্পণ করি যা আমি গর্ব করতে পারি, কিন্তু আমার মধ্যে ভালোবাসা না থাকে, তাহলে আমার কিছুই লাভ হয় না।

৪ ভালোবাসা ধৈর্যশীল, ভালোবাসা দয়ালু। এটা হিংসা করে না, গর্ব করে না, গর্ব করে না। ৫ ভালোবাসা অন্যদের অসম্মান করে না, স্বার্থপর হয় না, সহজে রাগ করে না, অন্যায়ের হিসাব রাখে না। ৬ ভালোবাসা মন্দে আনন্দ করে না বরং সত্যের সাথে আনন্দ করে। ৭ ভালোবাসা সর্বদা রক্ষা করে, সর্বদা বিশ্বাস করে, সর্বদা আশা করে, সর্বদা স্থির থাকে। ৮ ভালোবাসা কখনও ব্যর্থ হয় না।

৯. আধ্যাত্মিক দান দান করা যেতে পারে।

রোমীয় ১:১১-১২ (পৌলের কথা)

১১ কারণ আমি তোমাদের দেখতে আগ্রহী, যাতে তোমাদের কিছু আধ্যাত্মিক দান দিতে পারি, যাতে তোমরা ‘প্রতিষ্ঠিত’ হতে পারো—১২ অর্থাৎ, যেন তোমাদের এবং আমার উভয়ের পারস্পরিক বিশ্বাসের দ্বারা আমি তোমাদের সাথে উৎসাহিত হতে পারি।

১০. আমাদের দান ব্যবহার করার জন্য আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

১ পিতর ৪:১০-১১

১০ প্রত্যেক মানুষ যেমন দান পেয়েছে, তেমনি একে অপরের সেবা কর, ‘ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহের উত্তম অধ্যক্ষ’ হিসেবে। ১১ যদি কেউ কথা বলে, তবে সে যেন ঈশ্বরের বাক্যের মতো কথা বলে; যদি কেউ সেবা করে, তবে সে যেন ঈশ্বরের দেওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী তা করুক: যেন যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে সর্ববিষয়ে ঈশ্বর মহিমান্বিত হন।—যাঁর প্রশংসা ও কর্তৃত্ব যুগে যুগে চিরকাল থাকুক। আমেন।

মথি ২৫:১৪-৩০ তালন্তের দুষ্টান্তটি দেখায় যে আমরা যদি আমাদের দান ব্যবহার না করি তাহলে কী হবে।

১৪ “কারণ এটা এমন হবে যেন একজন লোক বিদেশে যাওয়ার সময় তার দাসদের ডেকে তার সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিল। ১৫ জনকে সে পাঁচ তালন্ত, আরেকজনকে দুই তালন্ত, আর একজনকে এক তালন্ত, প্রত্যেককে তার সামর্থ্য অনুযায়ী দিল।

তারপর সে চলে গেল। ১৬ যে পাঁচ তালন্ত পেয়েছিল, সে তৎক্ষণাৎ গিয়ে ব্যবসা করে আরও পাঁচ তালন্ত লাভ করল। ১৭ সেইভাবে যার দুই তালন্ত পেয়েছিল, সে আরও দুই তালন্ত লাভ করল। ১৮ কিন্তু যে এক তালন্ত পেয়েছিল, সে মাটি খুঁড়ে তার মালিকের টাকা লুকিয়ে রাখল।

১৯ অনেক দিন পর সেই দাসদের মনিব এসে হিসাব নিকাশ করল। ২০ আর যে পাঁচ তালন্ত পেয়েছিল, সে আরও পাঁচ তালন্ত এনে বলল, ‘প্রভু, আপনি আমাকে পাঁচ তালন্ত দিয়েছেন; দেখুন, আমি আরও পাঁচ তালন্ত লাভ করেছি।’ ২১ তার মনিব তাকে বললেন, ‘বেশ, ভালো ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্পের উপর বিশ্বস্ত ছিলে; আমি তোমাকে অনেকের উপর নিযুক্ত করব। আনন্দে অংশগ্রহণ করো। তোমার মনিব।’ ২২ আর যার দুই তালন্ত ছিল, সেও এগিয়ে এসে বলল, ‘প্রভু, তুমি আমাকে দুই তালন্ত দিয়েছ; দেখ, আমি আরও দুই তালন্ত উপার্জন করেছি।’ ২৩ তার মনিব তাকে বললেন, ‘বেশ, ভালো ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্পের উপর বিশ্বস্ত ছিলে; আমি তোমাকে অনেকের উপর নিযুক্ত করব। তোমার মনিবের আনন্দে অংশগ্রহণ করো।’ ২৪ যে এক তালন্ত পেয়েছিল, সেও এগিয়ে এসে বলল, ‘প্রভু, আমি জানতাম আপনি একজন কঠোর লোক, যেখানে বোনেননি সেখানেই কাটতেন এবং যেখানে বীজ ছড়াননি সেখানেই সংগ্রহ করতেন। ২৫ তাই আমি ভয় পেয়েছিলাম, তাই আমি গিয়ে আপনার তালন্ত মাটিতে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

দেখ, তোমার যা আছে তা তোমার আছে।’ ২৬ কিন্তু তার মনিব তাকে বললেন, ‘তুমি দুষ্ট ও অলস দাস! তুমি জানতে যে আমি যেখানে বোনেননি সেখানেই কাটতে এবং যেখানে বীজ ছড়াইনি সেখানেই সংগ্রহ করতে? ২৭ তাহলে তোমার উচিত ছিল আমার টাকা ব্যাংকারদের কাছে বিনিয়োগ করা, আর আমার আসার সময় আমার যা ছিল তা সুদসহ পাওয়া উচিত ছিল।’ ২৮ অতএব তার কাছ থেকে ঐ তালন্ত নাও এবং যার দশ তালন্ত আছে তাকে দাও। ২৯ কারণ যার আছে তাকে আরও দেওয়া হবে, আর তার প্রচুর পরিমাণে হবে। কিন্তু যার নেই, তার যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে। ৩০ আর সেই অযোগ্য দাসকে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও। সেখানে কান্নাকাটি ও দাঁত ঘষতে থাকবে।

১১. তোমার আধ্যাত্মিক দান আবিষ্কার করা।

পরিচারকরা তাদের দান সম্পর্কে অজ্ঞ ছাত্রদের সাথে প্রার্থনা করে এবং পবিত্র আত্মাকে তাদের দান প্রকাশ করতে দেয়।